দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 11 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

33

রাবি ছাত্রী মিতার মৃত্যু রহস্য খুঁজতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য–

আনিসুজ্জামান, রাজশাহী থেকে ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবীছাত্রী সাবিনা পারভীন মিতার মৃত্যুরহস্য খুঁজতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে আসছে সাপ। মিতা হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামী সহপাঠী বান্ধবী মাহফুজ আরা শিমুল ও বন্ধু দেলোয়ার সম্পর্কে পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত শিমুল ও দেলোয়ার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হলে ও ভিতরে তারা উভয়ে ছিল অপরাধী চক্রের সক্রিয় সদস্য। চুরি ও

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

রাবি ছাত্রী মিতার

(প্রথম পাতার পর)

কৌশলে বিভিন্ন মেয়েকে ব্ল্যাকমেইল করে 'নীল ছবি' করানোসহ বিভিন্ন কৌশলে মোটা অংকের অর্থ আদায় করত তারা। নিহত মিতার ক্ষেত্রেও এ রকম কৌশল প্রয়োগ করার অপচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাজশাহী বিশ্বরিদ্যালয়ে ন শিমুলের অনেক বান্ধবী তার বিরুদ্ধে এনেছে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের অভিযোগ। তারা বলেছে, শিমুল বেপরোয়া জীবনযাপন করত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপসী রাবেয়া হলের খ-২০৬ নং কক্ষে থাকাকালে ওই হলের ছাত্রীদের স্বর্ণের হার চুরি করার দায়ে শিমুলকে হলের গেস্টরুমে তিন দিন আটকে রেখেছিল ছাত্রীরা। তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবি করেছিল হলের ছাত্রীরা। কিন্তু হল কর্তৃপক্ষ তাকে শুধু হল থেকে বহিষ্কার করে। হল থেকে বহিষ্কৃত হলেও এ জন্য সে একটুও অনুতপ্ত ছিল না। হল থেকে বহিষ্কৃত হবার পর কর্মকর্তাদের "ম্যানেজ" করে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে আশ্রয় নেয় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের ৯ নং কক্ষে।

অভিযোগ আছে, এখানে মাঝে-মধ্যে শিমুল তার বান্ধবীদের কৌশলে ডেকে নিয়ে এসে কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে নেশাজাতীয় পানীয় খাইয়ে নগ্ন ছবি তুলে "নীল ছবি করানোর চেষ্টা" কিংবা মোটা অংকের অর্থ আদায় করত।

জানা গেছে, ইতোপূর্বে শিমুল তার এক বান্ধবীকে কোল্ড ড্রিঙ্কসের সঙ্গে নেশাজাতীয় পানীয় খাইয়ে ব্ল্যাকমেইল করেছিল। সে এখন বেপরোয়া জীবনযাপন করে। মিতা হত্যা মামলার ক্লু বের করতে পুলিশ এখন মিতার সেই বান্ধবীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুঁজছে।

অপর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, গ্রেফতারকৃত শিমুল বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের এইচএসসির ছাত্রী থাকাকালে তিন দিন নিখোঁজ ছিল। কলেজ মহিলা হোস্টেলের নিজ রুমে অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য রাখার দায়ে হোস্টেল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। সূত্রমতে, অপরাধী চক্রের সঙ্গে শিমুলের "সখ্য" ছিল। এই 'সখ্যে'র অমিলের কারণে ওই অপরাধী চক্র তাকে তিনদিন অপহরণ করে আটকে রাখে।

রাবির উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা জানায়, নিহত মিতার সহপাঠী এবং শিমুলের কথিত স্বামী দেলোয়ার মেধাবী ছাত্র ও ভাল কণ্ঠশিল্পী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের অনেকেই দেলোয়ারের অনুগত। শিমুল তার কথিত, স্বামী দেলোয়ারকে তার অবৈধ কাজের "হেলপার" হিসাবে ব্যবহার করত।

শুক্রবার পুলিশ মিতা হত্যা মামলার অপর আসামী শিমুলের রুমমেট শাহজাদী তাহমিনা ওরফে আনন্দকে গ্রেফতার করেছে। সেই সঙ্গে শিমুলের কক্ষ থেকে একটি কোকা কোলার খালি বোতল, একটি এ্যারিস্টোভিটের বোতল ভর্তি তরল পদার্থ, মিতার স্বর্ণের চেন, একটি কানের দুল আলামত হিসাবে জব্দ করেছে। কোকো কোলার বোতল ও তরল পদার্থসহ ছোট বোতলটি পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠিয়েছে।

এদিকে শনিবার প্রাক্তন ছাত্রী হিসাবে রাজশাহী কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নিহত মিতার হত্যা মামলার আসামীদের চিহ্নিত করে শাস্তি এবং মিতা হত্যা মামলার "ষড়যন্ত্রকারী" রাজপাড়া থানার ওসির শাস্তির দাবিতে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করে। উল্লেখ্য, গত সোমবার শিমুলের রুমে গিয়ে মিতার রহস্যজনক মৃত্যু হয়।